সমকাল

তারিখ 05 JUN 2015
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

পরীক্ষা পেছানোর দাবি

খুলনা কিশোরগঞ্জ ও কুমিল্লায় শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

সমকাল ডেস্ক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে খুলনা, কিশোরগঞ্জ ও কুমিল্লায় বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছেন। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, আগামী ২৫ জুন থেকে অনার্স ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু ঘোষিত রুটিনের সঙ্গে তৃতীয় বর্ষের মান উন্নয়ন পরীক্ষার সময়সূচির অসঙ্গতি রয়েছে। বর্তমান রুটিন অনুযায়ী ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন পরীক্ষা দেওয়া কঠিন। কেননা একই দিন তৃতীয় বর্ষের মান উন্নয়ন ও চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার সূচি রয়েছে। এজন্য তারা চতুর্থ বর্ষের ঘোষিত পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তন করে পরীক্ষা অন্তত ২ মাস পেছানোর দাবি জানান। ব্যুরো, অফিস ও নিজস্ব প্রতিবেদকের পাঠানো খবর :

খুলনা : খুলনার সরকারি বিএল কলেজ ও আযম খান কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার পৃথকভাবে কলেজের সামনে সড়ক অবরোধ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। কমার্স কলেজের শিক্ষার্থী শারমিন আখতার জানান, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার রুটিন একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এতে যেসব শিক্ষার্থী তৃতীয় বর্ষের মান উন্নয়ন পরীক্ষা দেবেন, একই দিনে তাদের চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষাও থাকবে। এ অবস্থায় পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সম্ভব নয়।

কিশোরগঞ্জ : কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে। দুপুরে শিক্ষার্থীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল কলেজ ক্যাম্পাস ঘুরে কলেজের সামনের রাস্তায় মানববন্ধন করে। কর্মসূচিতে কয়েকশ' শিক্ষার্থী অংশ নেয়। পরে কলেজের এসটি হলের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে তারা। গুরুদয়াল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ রামচন্দ্র রায় বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবির যৌক্তিকতা আছে। আমি বিষয়টি নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।

কুমিল্লা : কুমিল্লায় বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ করে। সকাল সাড়ে ১০টায় ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রধান ফটকের সামনে কয়েকশ' শিক্ষার্থী ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে মানববন্ধন করে এবং কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবদুর রশীদের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। পরে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত তারা রেলপথ অবরোধ করে রাখে। এ সময় ময়মনসিংহগামী বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনটি কুমিল্লা স্টেশন আউটারে প্রায় দেড় ঘণ্টা আটকা পড়ে থাকে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ব্যাপারে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবদুর রশীদ বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে আমিও একমত। কারণ, একই সময়ে দুটি শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নিলে তাদের বিপাকে পড়তে হবে। বিষয়টি নিয়ে উচ্চপর্যায়ে কথা বলব।